সাতক্ষীরা শহরের নটে হানি গ্রুপের মালকিের বরিুদ্ধে প্রতারণার অভযিোগ

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 09 November 2026, 12:30 AM | বভিাগ: সারাদশে



সাতক্ষীরা শহরের নটে হানি গ্রুপের মালকি এবং মধু ব্যবসায়ী মো. সরিাজুল ইসলামের বরিুদ্ধে ববিাহবচ্ছিদেরে বষিয়টি গোপন রখেে তার তৃতীয় স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রখেে প্রতারণার অভযিোগ উঠছে। রোববার (৮ নভম্বের) বকিালে সাতক্ষীরা প্রসেক্লাবে এক সংবাদ সম্মলেনে খুলনার পাইকগাছা উপজলোর গদাইপুর ইউনয়িনরে হতিামপুর গ্রামরে শখে শুকুর আলীর ময়েে রপিা খাতুন এই অভযিোগ করনে।

লখিতি বক্তব্যে তনিি বলনে, আমার প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর পারবিারকিভাবে আরকেটি বয়িে হলওে ওই ব্যক্তরি আগরে স্ত্রী থাকার বষিয়টি জানার পর দ্রুত আমাদরে ববিাহবচ্ছিদে হয়। পরবর্তীতে পারবিারকিভাবে আলোচনার মাধ্যমে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজলোর চুনকুড়ি গ্রামরে খালকে মোল্লার ছলেে মো. সরিাজুল ইসলামরে সঙ্গে চলতি ২০২৬ সালরে ২২ সপ্টেম্বের আমার বয়িে হয়। তনিি সাতক্ষীরা শহরে নটে হানি গ্রুপরে মালকি এবং মধুর ব্যবসার সঙ্গে জড়তি। তাঁর শহররে বাসা সুলতানপুররে গরি্জার পাশে বলে আমি জানি।

রপিা খাতুন বলনে, বয়িরে আগে আমার অতীত জীবনরে সব ঘটনা সরিাজুলকে পরষ্কিারভাবে জানয়িছেলিাম। কন্তিু আমার অভযিোগ, তনিি নজিরে পূর্বরে ববৈাহকি জীবনরে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করে আমার সঙ্গে প্রতারণা করছেনে। বয়িরে পর জানতে পারি, তাঁর আগে আরও দুটি বয়িে রয়ছেে এবং তাঁদরে সন্তানও আছ। প্রথম স্ত্রীর বাবার বাড়ি নারায়ণগঞ্জে এবং দ্বতিীয় স্ত্রীর বাড়ি কক্সবাজার। তাঁদরে সঙ্গে

তাঁর আইনগত বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি বলেও জানতে পারি। এভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করে তাঁর তৃতীয় স্ত্রী হিসেবে আমাকে বিয়ে করায় আমি নিজেকে প্রতারিত মনে করছি।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিয়ের মাত্র দেড় মাসও পূর্ণ না হতেই তিনি আমার সঙ্গে অকারণে কথা বলা ও যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। একপর্যায়ে আমি সাতক্ষীরা শহরে তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাকে নিজের বাসায় না রেখে সঙ্গীতার মোড়স্থ আল কাশেম হোটেলে রাখেন। সেখানে এক রাত থাকার পর মঙ্গলবার আমি বাড়িতে ফিরে যাই। এর পরদিন ২৮ অক্টোবর বুধবার আমার হাতে বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশ পৌঁছায়। গত ২৫ অক্টোবর তিনি আমাকে বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। অথচ বিষয়টি আমাকে জানাননি। এমনকি আমি তাঁর কাছে যাওয়ার পরও তিনি বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়টি গোপন রেখে ২৬ ও ২৭ অক্টোবর আমার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখেন।

তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, যদি তিনি আমার সঙ্গে সংসার করতে না চান, তাহলে বিবাহবিচ্ছেদের বিষয়টি গোপন রেখে কেন আমার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখলেন? বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত অসম্মানজনক ও মানসিকভাবে কষ্টদায়ক। এ ছাড়া আমার কাবিননামায় উসুলের টাকা উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে আমি কোনো টাকা বুঝে পাইনি। এ বিষয়ে কাবিননামায় স্বাক্ষরকারী সাক্ষীদের যবক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র যাচাই করার দাবি জানাচ্ছি।

রিপা খাতুন অভিযোগ করে আরো বলেন, বর্তমানে সিরাজুল ইসলাম আমাকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি ও হুমকি দিয়ে আসছেন। একাধিকবার আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও, এমনকি নগ্ন ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে আমার এবং আমার পরিবারের সম্মানহানি করার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। তাঁর বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে ফোন করে আমাকে বিরক্ত ও মানসিকভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। বিভিন্ন লোকজনকে দিয়ে আমাকে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে, যাতে আমি আইনের আশ্রয় নিতে সাহস না পাই। এসব ঘটনায় আমি নিজের জীবন ও পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে চরম উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি।

তিনি বলেন, আমি একজন নারী হিসেবে আমার সামাজিক মর্যাদা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার চাই। আমি কারও বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চাই না। আমার সঙ্গে যদি কোনো অন্যায় ও প্রতারণা হয়ে থাকে, তাহলে তার সুষ্ঠু তদন্ত ও আইনগত প্রতিকার চাই। তিনি এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।